দৈনিক সংবাদ

তারিখ DEC 2 2 1999
পৃষ্ঠা কলাম

'[illegible]াদের কিছু করার নেই'

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ বৃত্তি পরীক্ষার অতিরিক্ত খাতা মূল খাতা থেকে ছিঁড়ে ফেলেছেন এক শিক্ষক। ফলে এক পরীক্ষার্থী বঞ্চিত হচ্ছে তার প্রাপ্য ফলাফল থেকে। ঘটনা ঘটেছে সোমবার বিকেলে বন্দর থানার বিএম ইউনিয়ন বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্রে।

'এবারের ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার্থিনী শর্মিষ্ঠা দের বাবা শিবু দে সোমবার রাতে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে এসে অভিযোগ করেন, শর্মিষ্ঠা কেরামতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। শর্মিষ্ঠার পরীক্ষার সিট পড়ে বন্দর বিএম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে। সোমবার দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ছিল সর্বশেষ পরীক্ষা। শর্মিষ্ঠা তার সিটে বসার সময়ই কক্ষে পাহারা দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক তাজুল ইসলাম তার নাম, রোল নম্বর, স্কুল ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে। শর্মিষ্ঠা সরল মনে

আমাদের ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

আমাদের ঃ করার কিছু নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তা জানায়।

পরীক্ষায় সে স্কুল খাতার বাইরে ৫টি অতিরিক্ত খাতা নেয়। পরীক্ষাশেষে সে অন্য দিনের মতো হলের বাইরে চলে আসে। বাইরে আসার পর তার মনে হয়, সে হয়ত একটি অতিরিক্ত খাতার নম্বর মূল খাতার নম্বরের ছকে লিখতে ভুলে গেছে। সে তার বাবাকে নিয়ে আবারও স্কুলে যায়। নম্বর ঠিক করার জন্য খাতা বের করে দেখেন মূল খাতার সাথে অতিরিক্ত খাতাগুলো নেই। তবে মূল খাতার সাথে পিনে আটকানো খাতার অংশ রয়েছে। তারা এ ব্যাপারে খোঁজ নিলে জানতে পারেন, স্কুলের শিক্ষক তাজুল ইসলাম এ ঘটনা ঘটিয়েছেন।

শর্মিষ্ঠার বাবা ও ওই স্থানে উপস্থিত আইনজীবী অমিত দাস সরকার বিষয়টি হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক অজিত গুহ, সহকারী থানা শিক্ষক কর্মকর্তা হারুন আর রশিদ, কেরামতিয়া স্কুলের শিক্ষক আবদুস সামাদ ও হলের তত্ত্বাবধায়ককে জানান এবং তদন্ত করার অনুরোধ করেন। কিন্তু হল তত্ত্বাবধায়ক তাদের জানান, এ ব্যাপারে 'আমাদের কিছু করার নেই। এ বিষয়টি উপরে জানাজানি হলে কেন্দ্র বাতিল হয়ে যেতে পারে। তাই বিষয়টি কাউকে জানাবেন না।'

শর্মিষ্ঠা ২য় শ্রেণীতে পড়ার সময় কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন বৃত্তিতে জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ৪র্থ শ্রেণীতেও জেলায় ২য় স্থান অধিকার করে কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন বৃত্তি লাভ করে।